দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 FEB 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

177

রাজশাহীতে আবার ছাত্র সংঘর্ষ
বোমাবাজি : আহত ৮

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজশাহী, ১৯ ফেব্রুয়ারী।—রাজশাহী নগরীর সাহেব বাজারে ইসলামী ছাত্র-শিবিরের সঙ্গে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও জনতার সম্মিলিত দু'দফা সংঘর্ষ এবং পুলিশের লাঠিচার্জে শুক্রবার কমপক্ষে ৮ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের রাজশাহী মহানগর শাখার সহ-সভাপতি জিল্লুর রহমান ও যুবদল নেতা মোহাম্মদ মহসীনকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জিল্লুর রহমান বেলা সাড়ে বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত সংজ্ঞাহীন ছিলেন। দৈনিক জনকণ্ঠের স্থানীয় প্রতিনিধি রোকনুজ্জামানও সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আহত হন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার সকাল পৌনে দশটার দিকে ইসলামী ছাত্রশিবির একটি মিছিল নিয়ে নগরীর কেন্দ্রস্থল সাহেব বাজার বড় রাস্তায় একটি সমাবেশ শুরুর চেষ্টা করলে একদল যুবক ও জনতা তাদের ধাওয়া করে। এ সময় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য কর্মীরাও জনতার সঙ্গে যোগ দেয় এবং দু'পক্ষে ইটপাটকেল বিনিময় হয়। এ সময় ব্যাপক বোমাবাজি ও ককটেল বিস্ফোরিত হয়। বহু দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রশিবির কর্মীরা দ্রুত সরে পড়ে।

এরপর বেলা সাড়ে ১২টার সময় পুনরায় শিবির কর্মীরা নগরীতে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করলে আবারও সম্মিলিত ছাত্র-জনতা তাদের ধাওয়া করে এবং পুনরায় সংঘর্ষ হয়। দ্বিতীয় দফা সংঘর্ষে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও

(আটের পাতায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

রাজশাহীতে আবার ছাত্র সংঘর্ষ

(প্রথম পাতার পর)

ব্যাপক বোমাবাজি হয়। এ সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য লাঠিচার্জ করে বলে থানা সূত্র জানায়।

ছাত্রশিবির আবারও দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে সটকে পড়ে। এখানে প্রথমে জিল্লুর ও মহসীন আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ইটের আঘাতে ছাত্রদল নেতা জিল্লুর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে পুলিশ রাইফেলের বাট দিয়ে প্রহার করতে থাকলে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন।

এদিকে শিবির কর্মীরা দ্রুত সাহেব বাজার ত্যাগ করে হেতেমখাতে তাদের দলীয় কার্যালয়ের কাছে একটি পথসভা করে। এখানে ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারী জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান ও শিবির নেতা আসম মামুন বক্তৃতা দেন।

ছাত্রদলের মহানগর শাখার পক্ষ থেকে নাদিম মোস্তফা ও ছাত্রদল নেতা ভার্সিটির সিনেট সদস্য শাহীন শওকত পৃথক বিবৃতিতে শিবিরের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নিন্দা করেন। বিবৃতিতে তারা শিবির কর্মীদের হামলা ও পুলিশের লাঠিচার্জে জিল্লুরসহ অন্যান্যদের আহত হবার ঘটনায় ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন। এ ছাড়া শিবিরের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের উল্লেখ করে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, ছাত্রলীগ (ম-ই), ছাত্র-মৈত্রী, ছাত্রলীগ (বা-কা), ছাত্র ইউনিয়ন, রাকসুর প্রো-ভিপি কাদের সরকার, আওয়ামী লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা ফজলে হোসেন বাদশাহ পৃথক বিবৃতিতে শিবিরের সন্ত্রাসী ও পুলিশের লাঠিচার্জে ছাত্রদল নেতা জিল্লুরসহ অন্যদের আহত হওয়ায় ক্ষোভ ও নিন্দা করে অবিলম্বে শিবিরের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছে। বিবৃতিতে তারা শিবিরের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য স্থানীয় জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

এদিকে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের পৃথক বিবৃতিতে তাদের শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সমাবেশের ওপর বোমা ও গুলিবর্ষণের জন্য ছাত্রলীগ (ম-ই), ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রমৈত্রীকে দায়ী করেছে। তারা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছে।